১২ আগস্ট, ২০২৫

পাহাড়ে সশস্ত্র তৎপরতায় পর্যটন হুমকিতে, চাঁদাবাজিতে বছরে ৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি

সংগৃহীত ছবি

পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠীর অপহরণ, চাঁদাবাজি ও সহিংসতায় পর্যটন কমে গেছে, ফলে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন স্থানীয়রা। পর্যটকদের জন্য একাধিক দর্শনীয় স্থানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় এসব গোষ্ঠী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে চলেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে পর্যটনে। অপহরণ, চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের কারণে পাহাড়ি-বাঙালি উভয় জনগোষ্ঠী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সহিংসতার ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে কথা বলতে চান না, যদিও আর্থিক সংকট তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে।

সাধারণত মৌসুমে যতো পর্যটক আসার কথা, তার তুলনায় এখন সংখ্যা অনেক কম। যারা দল বেঁধে পাহাড়ে ভ্রমণে আসেন, তাদের মধ্যেও রয়েছে নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা।

বান্দরবানের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র যেমন বগা লেকের পরের কেওক্রাডাংসহ কিছু এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসব এলাকায় না যেতে পর্যটকদের পরামর্শ দিচ্ছে।

LENS ASIA

গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটির সব হোটেল-মোটেলকেই নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়সহ চাঁদাবাজির মাধ্যমে বছরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে এসব সশস্ত্র গোষ্ঠী।

বান্দরবানের পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার বলেন, “কিছু এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে, ভবিষ্যতে এগুলো শিথিল হতে পারে। চাঁদাবাজির ঘটনাও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ঘটায়।”

স্থানীয়দের মতে, পাহাড়ে প্রভাব বজায় রাখতে এই গোষ্ঠীগুলো কখনোই স্থিতিশীল পরিবেশ চায় না, ফলে দীর্ঘদিন ধরেই অঞ্চলটি পর্যটন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে।